ইউনিট ২
শিক্ষাক্রম ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইউনিট ২ শিক্ষাক্রম ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষাকে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য অর্জন এবং জাতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের চাহিদা, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন, ভবিষ্যতের কাঙ্ক্ষিত সমাজ নির্মাণ ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন নিশ্চিত হয়। এছাড়া সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার হল শিক্ষা।

উত্তমরূপে প্রণীত একটি শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে লাগসই জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ প্রদানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত হলে জাতির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ভিত মজবুত হয়। ফলে জাতীয় উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। উপরিউক্ত চাহিদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে দেশের বর্তমান ও দূর ভবিষ্যতের লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়।

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণে যে সব বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হয় সেগুলো হল ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণে পারিভাষিক শব্দ, উদ্দেশ্যের শ্রেণী বিভাগ, উদ্দেশ্য নিরূপণে বিবেচ্য দিক ও নির্ণায়ক এবং উদ্দেশ্য প্রণয়ন পদ্ধতি।

পাঠ ২.১ শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস বলতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দাবলির উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমটি হচ্ছে শিক্ষাক্রম। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজ, সর্বোপরি রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার জন্ম ও বিকাশ। শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রধান উৎস হল শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য। কোন কোন দেশের শিক্ষার লক্ষ্য সংবিধানে বিবৃত থাকে। যেমন- বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য সংবিধানে বিবৃত রয়েছে। কোন কোন দেশে জনমত সংগ্রহ করে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্যের খসড়া প্রণয়ন করা হয়। আবার কোন কোন দেশে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য সংসদীয় কমিটি নির্ধারণ করে থাকে। যেমন- ১৯৬৩ সালে ভারতে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৩ সালে "মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার কমিশন" এর মাধ্যমে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নিরূপণ করা হয়।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দাবলি

শিক্ষার লক্ষ্যকে নানাভাবে বিবৃত করা হয়। কোন কোন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ শিক্ষাক্রমের লক্ষ্যকে চূড়ান্ত লক্ষ্য (Ultimate Goal) এবং নিকটবর্তী লক্ষ্য (Proximate Goal) ; সহজ (Simple) ও জটিল (Complex) উদ্দেশ্য ; বিশদ (Explicit), এবং উহ্য (Implict), সাধারণ উদ্দেশ্য (General) এবং বিশেষ (Specific) উদ্দেশ্য হিসেবে বিভাজন করে থাকেন।

আবার, কোন কোন বিশেষজ্ঞ শিক্ষার লক্ষ্যকে তিনটি পর্যায়ে বিবৃত করেছেন।

- প্রথমে চূড়ান্ত লক্ষ্য (Ultimate Goal) এবং এই চূড়ান্ত গন্তব্য থেকে
- মধ্যবর্তী লক্ষ্য (Mediate Goal) এবং সর্বশেষে
- নিকটবর্তী লক্ষ্য (Immediate Goal) নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনাকালে শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ চারটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, এগুলো হল ঃ Purpose, Goals, Aims, Objectives। আবার অনেক সময় Purpose, Goals এবং Aims অদল বদল করে কতগুলো সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়। নিচে উপরে বর্ণিত চারটি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা উদাহরণসহ উপস্থাপন করা হল ঃ

- **উদ্দিষ্ট (Purpose)**

উদ্দিষ্ট ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং উদ্দিষ্ট অর্জনের মধ্য দিয়ে সদূরপ্রসারী ফল লাভ হয়। (Purpose is stated as a broad, long range outcome to work toward)।

উদাহরণ ঃ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজে শিক্ষার্থীরা সুনাগরিক হবে।

- **অভীষ্ট (Goal)**

অভীষ্ট হল উদ্দিষ্ট অর্জনের জন্য নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান (Goals are used primarily in policy-making and general programme planning that provide the direction in which the programme has to move)।

উদাহরণ ঃ শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বুদ্ধিমত্তার সাথে অংশগ্রহণ করবে।

- **লক্ষ্য (Aims)**

লক্ষ্য হল জাতীয় নীতির অনুসরণে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রণীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফললাভ (Aims provide intended outcomes of any programme in terms of the National Policy and Priorities)।

উদাহরণ ঃ শিক্ষার্থী সাংবিধানিক বিধি সম্বন্ধে অবহিত হবে।

- **উদ্দেশ্য (Objectives)**

শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে যে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা হয় তাকে সাধারণভাবে উদ্দেশ্য বলা হয় (Intended learning outcomes by providing educational programme)।

উদাহরণ ঃ দেশের জাতীয় সংসদ বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে।

এবার দেখা যাক, লক্ষ্যের সাথে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শব্দ অভীষ্ট, সাধারণ উদ্দেশ্য ইত্যাদির কি সম্পর্ক রয়েছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, লক্ষ্য হল ব্যাপকভিত্তিক ও দার্শনিক। অর্থাৎ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের চেয়ে বৃহত্তর পরিসরে কাজ করে। লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। লক্ষ্য অনেকটা দূরবর্তী আদর্শ যার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে এবং তা অর্জিত নাও হতে পারে। শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে যে সমস্ত কার্যাবলি মূল্যবান ও সময়োপযোগী সেগুলোকে সুস্পষ্টভাবে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরা ও প্রকাশ করার কাজে লক্ষ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বিশেষজ্ঞ অভীষ্টকে সাধারণ উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করেন। আগেই বলা হয়েছে - লক্ষ্য দিক নির্দেশনা দেয়। অর্থাৎ কোনদিকে যেতে হবে তা লক্ষ্য বলে দেয়, আর অভীষ্ট বাস্তব গন্তব্যটিই বর্ণনা করে। এখানে আমরা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য বলতে কি বুঝায় তা জানব। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে আমরা যে বাঞ্ছনীয় এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হই তাকে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য বলা যায়। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যাবলি শিক্ষা প্রক্রিয়াকে পথ দেখায় ও পরিচালনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য কোথায় বিবৃত রয়েছে?

ক) রাষ্ট্রীয় সংবিধানে
খ) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটির রিপোর্টে
গ) জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে
ঘ) অন্তবর্তীকালীন শিক্ষা রিপোর্টে

২। অভীষ্ট শব্দটিকে ইংরেজিতে বলা হয় -

ক) Goal
খ) Purpose
গ) Aim
ঘ) Objective

৩। কোন্‌টি ব্যাপকভিত্তিক ও দার্শনিক?

ক) লক্ষ্য
খ) উদ্দেশ্য
গ) অভীষ্ট
ঘ) উদ্দিষ্ট

পাঠ ২.২ শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগ

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- জ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা ও এর শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন।
- অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা ও এর শ্রেণিবিভাগের বিবরণ দিতে পারবেন।
- মনোপেশীজ উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা ও এর শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন।
- আচরণিক উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা ও এর বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।

বিজ্ঞানী বেনজামিন ব্লুম জীববিজ্ঞানে ব্যবহৃত Taxonomy শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করার একটি বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে শিক্ষাক্রম প্রণেতাগণ ব্লুমের Taxonomy অনুসরণ করে শিক্ষার উদ্দেশ্য শ্রেণিকরণ করে থাকেন। ব্লুমের Taxonomy-তে আচরণিক ভাষায় উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়। তিনি প্রথমত উদ্দেশ্যগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন -

- জ্ঞান সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য (Cognitive)
- অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্য (Affective)
- মনোপেশীজ উদ্দেশ্য (Psychomotor)

ব্লুম-এর উদ্দেশ্যের শ্রেণী বিভাগকে Domains of Educational Objectives বলা হয়ে থাকে।

জ্ঞান সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য

জ্ঞান, মানসিক দক্ষতা ও তার প্রয়োগ, মূল্যায়ন ইত্যাদিকে জ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশ্য বলা হয়। এই জ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশকে ছয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচে সেগুলো সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল ঃ

জ্ঞান সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- (১) জ্ঞান, (২) অনুধাবন, (৩) প্রয়োগ, (৪) বিশ্লেষণ, (৫) সংশ্লেষণ এবং (৬) মূল্যায়ন। জ্ঞান সম্বন্ধীয় এসব উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে জানা থাকলে যে কোন বিষয়ে সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ করা এবং কার্য সম্পাদনে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্য

কোন বিষয় গ্রহণ ও বর্জন, পছন্দ, অনুভূতি এবং আবেগের মাত্রা ইত্যাদি অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্যকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন- (১) গ্রহণ, (২) প্রতিক্রিয়া, (৩) গুরুত্ব, (৪) সংগঠন ও (৫) বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গুরুত্ব। এসব অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্যের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব, আচার আচরণ প্রকাশ করে তা জানা যায়।

মনোপেশীজ উদ্দেশ্য

যে কার্য সম্পাদনে মন ও পেশীর সমন্বয় সাধনের কাজগুলোকে মনোপেশীজ দক্ষতা বলা যায়। যেমন- (১) বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজ, (২) কৃষি শিক্ষায় হালচাষ দিয়ে জমি তৈরি, (৩) বৃত্তিমূলক শিক্ষায় - সেলাই মেশিন মেরামত করা ইত্যাদি। মনোপেশীজ দক্ষতাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- অনুকরণ (Imitation) - যে সকল কাজ করতে গিয়ে পেশীর সমন্বয়ের প্রয়োজন হয় না।
- হাতের কাজ (Manipulation) - আদেশ অনুসারে অথবা নির্দেশনা মোতাবেক কাজ সম্পন্ন করা।
- খুটিনাটি কাজ নিখুঁতভাবে করা (Precision) - দ্রুত ও নিখুঁতভাবে কাজ সম্পন্ন করা।
- গ্রন্থনা (Articulation) - বিভিন্ন কার্যাদির মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সমন্বয় সাধন করা।

- গ্রন্থনা (Articulation) - বিভিন্ন কার্যাদির মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সমন্বয় সাধন করা।
- সহজীকরণ (Naturalization) - প্রতিনিয়ত অনুশীলন করতে করতে স্বভাবে পরিণত হওয়ার ফলে পরবর্তী সময়ে তা স্বয়ংক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটতে থাকে।

ব্লুম যে উদ্দেশ্যগুলোর কথা বলেছেন তা ছাড়াও আর এক ধরনের উদ্দেশ্য আছে যেগুলোকে পরিমাপযোগ্য ভাষায় প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এগুলোকে আচরণিক উদ্দেশ্য বলা হয়। নিচে আচরণিক উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা এবং তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল।

আচরণিক উদ্দেশ্য

যে সকল উদ্দেশ্য বর্ণনায় ক্রিয়াবাচক শব্দ (Action Verb) ব্যবহার করা হয় তাকে আচরণিক উদ্দেশ্য বলে। আচরণিক উদ্দেশ সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত এবং পরিমাপযোগ্য ভাষায় বর্ণিত থাকে। যেমন- শিক্ষার্থীরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান তিনটি কারণ বলতে পারবে।

আচরণিক উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্য

আচরণিক উদ্দেশ্যের -

- বিষয়বস্তু অংশ সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট হয়।
- ক্রিয়াবাচক পদ সুনির্দিষ্ট, সংক্ষিপ্ত থাকে।
- আচরণগত অংশ পরিমাণযোগ্য হয় এবং পর্যবেক্ষণ করা যায়।
- শিক্ষার্থীর আচরণকে ভিত্তি করে রচিত হয় ; তবে তা শিক্ষার্থী ও শিক্ষককেন্দ্রিকও হতে পারে।

সাধারণ উদ্দেশ্য থেকে একাধিক আচরণিক উদ্দেশ্য বেরিয়ে আসে। যেমন ঃ

সাধারণ উদ্দেশ্য ঃ শিক্ষার্থী কবিতার রস উপলব্ধি করবে।

আচরণিক উদ্দেশ্য ঃ শিক্ষার্থী -

- কবিতাটি শুদ্ধ উচ্চারণে তাল রেখে আবৃত্তি করতে পারবে।
- উপমা, রূপক ইত্যাদি সনাক্ত করতে পারবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। জ্ঞান সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যকে কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে?
- ক) ৪টি
- খ) ৫টি
- গ) ৬টি
- ঘ) ৭টি

২। কোন্‌টি মনোপেশীজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত?
- ক) প্রয়োগ
- খ) প্রতিক্রিয়া
- গ) হাতের কাজ
- ঘ) গুরুত্ব নিরূপণ

৩। কোন্‌টি অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্যের অন্তর্গত?
- ক) গ্রহণ
- খ) মূল্যায়ন
- গ) গ্রন্থনা
- ঘ) বিশ্লেষণ

৪। কোন্‌টি আচরণিক উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্য?
- ক) অনুধাবন
- খ) জ্ঞান অর্জন
- গ) সহজীকরণ
- ঘ) পরিমাপযোগ্যতা

পাঠ ২.৩ শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণে বিবেচ্য দিকসমূহ

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণে গ্যালটন ও টাইলারের বিবেচ্য দিকগুলো বলতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণের সমকালীন বিবেচ্য দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণের বিবেচ্য দিক

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণের সময় কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন-

- শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যগুলোর উৎস কি?
- শিক্ষাক্রম কারা ব্যবহার করবেন?
- কোন্ দেশে বা সমাজে এটি ব্যবহৃত হবে?
- কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে?

নিচে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের উৎস সম্পর্কে কয়েকজন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের অভিমত আলোচনা করা হল ঃ

(ক) গ্যালটন বলেন, শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রধান উৎস হল তিনটি - (১) সমাজ, (২) শিক্ষার্থী এবং (৩) সামাজিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্য।

(খ) শিক্ষাক্রমের প্রথম উদ্যোক্তা রাফ টাইলার ১৯৪৯ সালে তার লিখিত বইতে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের উৎস এবং উদ্দেশ্য নির্বাচনে কতকগুলো নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সেগুলো হলঃ

- শিক্ষার্থীর চাহিদা ঃ শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণে শিক্ষার্থীর চাহিদা অগ্রাধিকার লাভ করবে। একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল ও সংকুচিত বিশ্বে বসবাসের প্রয়োজনে তাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হবে। কাজেই শিক্ষার্থীকে একদিকে যেমন তার বিকাশমান জীবনের চাহিদা পূরণ করতে হবে ; অন্যদিকে তেমনি সমকালীন জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সেই সঙ্গে সমকালীন জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে।
- বিদ্যালয়ের বাইরে সমকালীন জীবন ঃ বিদ্যালয়ের বাইরের জীবন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং জটিল থেকে জটিলতর রূপলাভ করছে। শিক্ষাক্রমকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।
- বিষয় বিশেষজ্ঞ - তিনি বিষয়ের সাম্প্রতিক বিকাশ এবং প্রকৃতি ও পরিসর সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী। ফলে তিনি নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনে কি অবদান, কিভাবে রাখতে পারবে তা সহজভাবে বলতে পারবেন।
- সামাজিক দর্শন - সামাজিক দর্শন শিক্ষার সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণের নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ সমাজের প্রচলিত ও কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ উদ্দেশ্যে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা জানা এবং প্রচলিত মূল্যবোধে শিক্ষাক্রমের কোন প্রকার আঘাত আনা হয়েছে কি না তা নিরূপণ করা যায়।
- শিক্ষা মনোবিজ্ঞান - উদ্দেশ্য নিরূপণে শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে হবে। এ ছাড়া উদ্দেশ্যগুলো ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে কি না এবং কোন কোন উদ্দেশ্য অর্জন করা যাবে তা নিরূপণ করা যায়।

(গ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আর একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী উৎস হচ্ছে জ্ঞানের কাঠামো (Structure) ও জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র বা এলাকা (Domains)। জ্ঞান, জ্ঞানের কাঠামো ও

জ্ঞানের ক্ষেত্র বলতে এখানে আমরা সমগ্র মানবজাতির আবিষ্কৃত ও সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারকে বুঝব।

(ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনের চাহিদা বেড়ে গেছে অনেক। এসব চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষাক্রমে আরও নতুন নতুন দিক সংযোজন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই নতুন দিকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এখানে উপস্থাপন করা হল ঃ

- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ও যৌক্তিক বিকাশ ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সচেতনতার বিকাশ ;
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিণাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ;
- শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ;
- জাতীয়তাবোধ জোরদারকরণ ;
- আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রতকরণ ;
- জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ;
- মানবীয় গুণাবলির বিকাশ সাধন ;
- স্ব-শিখন ও স্ব-কর্ম সংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ এবং
- সৃজনশীলতার বিকাশ সাধন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। গ্যালটনের মতে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস কয়টি?

ক) ৩টি
খ) ৫টি
গ) ৭টি
ঘ) ৯টি

২। বিদ্যালয়ের বাইরের সমকালীন জীবন থেকে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণের কথা কে বলেছেন?

ক) লেভি
খ) কার
গ) টাইলার
ঘ) হার্সট

৩। কোন্‌টি শিক্ষার্থীর চাহিদা নিরূপণে বিশেষভাবে সাহায্য করে?

ক) সমকালীন জীবনব্যবস্থা
খ) শিক্ষা মনোবিজ্ঞান
গ) পরিবেশগত সচেতনতা
ঘ) সামাজিক দর্শন

পাঠ ২.৪ শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণের নির্ণায়ক

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণের নির্ণায়কগুলো উল্লেখ করতে পারবেন ;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণের নির্ণায়কগুলো বলতে পারবেন এবং
- সালে প্রবর্তিত বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণের নির্ণায়কগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণে নির্ণায়ক

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রথম ও প্রধান কাজ হল লক্ষ্যদলের প্রয়োজনীয়তা সনাক্তকরণ 'লক্ষ্যদল' বলতে যাদের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে তাদের বোঝানো হয়েছে। নির্ধারিত প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। সুষ্ঠু, সঠিক ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণের উপর শিক্ষাক্রমের সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। সে কারণে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণের সময় সমাজ, শিক্ষার্থী, সমাজের চাহিদা, শিক্ষাব্যবস্থা, সমকালের জীবন ধারণের ধরন, প্রচলিত ও কাঙ্খিত মূল্যবোধ, কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ইত্যাদির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। শিক্ষাক্রম উদ্দেশ্যে উপরোক্ত দিকগুলো প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য শিক্ষাবিদগণ এবং কিছু সংস্থা কতকগুলো মানদণ্ড উদ্ভাবন করেছেন। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নির্ণায়ক সাধারণ আলোচনা করা হলঃ

- আচরণিক ভাষায় প্রকাশ করা ঃ শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য আচরণিক ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে উদ্দেশ্য বুঝতে যেন অসুবিধা না হয়। উদ্দেশ্য ও শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকতে হবে। উদ্দেশ্য প্রকাশে কোন প্রকার জটিলতা দ্ব্যর্থকতা পরিহার করতে হবে।
- শিক্ষার ক্ষেত্রসমূহ ঃ ব্লুম ১৯৫৬ ও ১৯৬৪ সালে একগুচ্ছ নির্ণায়কের কথা বলেন। এগুলো উদ্দেশ্যের উৎস নয় বরং উদ্দেশ্যের একটি সম্ভাব্য বিন্যাস। এতে রয়েছে জ্ঞান, অনুধাবন ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রসমূহ। এ ক্ষেত্রসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ণীত হবে।
- স্পষ্টতা বিধান ও সংখ্যাধিক্য পরিহার করা ঃ উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্টভাষায় বিবৃত করতে হবে এবং এদের সংখ্যা কম হবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণের নিকট উদ্দেশ্যসমূহ সহজবোধ্য হবে এবং এতে সমাজের চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এবং তা পরিমাপযোগ্য হবে।
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয় ঃ শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে শিক্ষার্থীগণ। শিক্ষার্থীর শিক্ষার স্তর, তার মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও আবেগিক চাহিদাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ দিকগুলোর প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রেখেই শিক্ষণীয় বিষয়গুলো শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে।

উপরিবর্ণিত নির্ণায়কগুলো ছাড়াও -

আই, আই, ই, পি, - প্যারিস (১৯৭৭) শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্বাচনে কতকগুলো নির্ণায়ক উদ্ভাবন করেন। এ নির্ণায়কগুলো হল ঃ

- উদ্দেশ্য অভীষ্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে।
- স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত থাকবে।
- যথাযথ ও অর্জনযোগ্য হবে।

- উচ্চ শিক্ষা লাভের সহায়ক হবে।

এ্যপিইড (১৯৭৮) শিক্ষাক্রম উদ্দেশ্য নির্ধারণের একগুচ্ছ নির্ণায়ক প্রণয়ন করে। এগুলোর বৈশিষ্ট্য হল নিম্নরূপ ঃ

- উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হবে যাতে শিক্ষাক্রম ব্যবহারকারী সহজে বুঝতে পারে।
- উদ্দেশ্য সমাজের চাহিদা, জ্ঞান-কাঠামো ও শিখন মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রণীত হবে।
- উদ্দেশ্য শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন, বিন্যাস, শিখন সামগ্রী প্রণয়ন, পাঠদান উন্নয়ন শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করার ইঙ্গিত থাকতে হবে।

ইউনেস্কো (১৯৮১) শিক্ষার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ উপাদান উদ্ভাবন করে। এসব উপাদান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণের কার্যকর নির্ণায়ক হিসেবে দেশে বিদেশে সমাদৃত হচ্ছে। শিক্ষার এই ছয়টি উপাদান হল ঃ

- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ** - দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায় সনাক্তকরণের সহায়তা প্রদান করে।
- **সত্যের সন্ধান** - বিভিন্ন বক্তব্য থেকে কোনটি সত্য তা নির্ধারণ করতে পারা এবং সত্যের অনুসারী হওয়া।
- **জীবন ধারণ দক্ষতা** - জীবনমান উন্নতকরণে ও কার্যসম্পাদনে - সাধারণ হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারা।
- **পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া** - জ্ঞান, সমাজ ও সামাজিক মূল্যাবোধ, পরিবর্তিত হচ্ছে। এসব পরিবর্তনের সাথে সচেতনভাবে নিজকে মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা।
- **নান্দনিক সৌন্দর্য** - ব্যক্তির আচার আচরণে শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটে।

১৯৯৫ সালে *বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম* পরিমার্জন ও নবায়নকালে নিম্নোক্ত নির্ণায়কগুলো ব্যবহৃত হয় ঃ

- উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- সমাজ ও রাষ্ট্রীয় চাহিদা নিরূপণ নিরূপণ
- শিক্ষার্থীর বিকাশমান জীবনের চাহিদা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রথম কাজ কোন্‌টি?
- ক) প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ
- খ) জনমত গড়ে তোলা
- গ) দক্ষকর্মী তৈরি করা
- ঘ) শিক্ষার অন্তরায় দূর করা

২। ইউনেস্কোর উদ্ভাবিত শিক্ষার উপাদানের মধ্যে কোন্‌টি অন্তর্ভুক্ত?
- ক) জ্ঞানের কাঠামো
- খ) নান্দনিক চেতনা
- গ) সামাজিক মূল্যবোধ
- ঘ) নৈতিক আদর্শ

৩। "শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যগুলো পরিমাপযোগ্য হবে" - কার উক্তি?
- ক) কার
- খ) র‍্যাগান
- গ) ব্লুম
- ঘ) হিলডা তাবা

পাঠ ২.৫ শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ পদ্ধতি

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ পদ্ধতিগুলোর নাম বলতে পারবেন ;
- শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণে তালিকাকরণ পদ্ধতির ধাপগুলো আলোচনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য প্রণয়নের কর্মপদ্ধতি

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য প্রণয়নের গুরুত্ব, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস, শ্রেণীবিভাগ, বিভিন্ন বিবেচ্য দিক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত নির্ণায়ক ইত্যাদি ইতিপূর্বে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য কিভাবে, কোন্ পদ্ধতি এবং কোন্ কলাকৌশল অনুসরণে চূড়ান্ত করতে হয় তা ধারাবাহিকভাবে এখানে উপস্থাপিত হল।

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণে বিভিন্ন কৌশল অনুসৃত হয়। তন্মধ্যে (১) উদ্দেশ্য তালিকাকরণ পদ্ধতি এবং (২) চাহিদাভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ পদ্ধতি।

- **উদ্দেশ্য তালিকাকরণ পদ্ধতি**

এই পদ্ধতিতে নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়।

- বিভিন্ন পুস্তক, প্রতিবেদন, শিক্ষা কমিশন, রিপোর্ট, জাতীয় শিক্ষানীতি ও বিজ্ঞান প্রযুক্তিনীতি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আলোচনা করে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের একটি সম্ভাব্য দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন।
- একটি বিশেষজ্ঞ দলের নিকট এই তালিকা প্রেরণ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই তালিকা থেকে দশটি উদ্দেশ্য সনাক্ত করতে অনুরোধ জানানো।
- বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক চিহ্নিত উদ্দেশ্যগুলোকে সারণীকরণের পর যৌক্তিক বিশ্লে ণের মাধ্যমে একটি সম্ভাব্য তালিকা প্রণয়ন করা।
- তালিকাটি একটি কর্মকুশলী দলের সহায়তায় পরিশীলিত করা।
- পরিশীলিত এই তালিকাটি কোন একটি প্রতিষ্ঠিত নির্ণায়কের আলোকে যাচাই করা এবং যাচাইয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে পরিমার্জিত করা।
- পরিমার্জিত তালিকাটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং শিক্ষা দর্শন ও শিখন মনোবিজ্ঞানের নিরীখে যাচাই করা।
- ফলাফলের ভিত্তিতে পুনর্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহকে নিরীক্ষা করে সম্ভাব্য চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা।
- কর্মশিবিরের মাধ্যমে চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করা।
- চূড়ান্তভাবে গৃহীত উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা।

- **বাস্তব অবস্থা জরিপের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ পদ্ধতি**

ক) এই পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রথম কাজ হল বাস্তব অবস্থা জরিপ ও প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা।

খ) মানব সম্পদ ব্যবহারের ধরন, সমাজের জনগণের আশা-আকঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ইত্যাদির আলোকে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক দেশের ও বিদেশের সমকালীন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কার্যক্রম পর্যালোচনার মাধ্যমে একগুচ্ছ উদ্দেশ্য প্রণয়ন করা।

গ) দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, বিষয় বিশেষজ্ঞ. শিক্ষা প্রশাসক, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষানীতি নির্ধারক, শ্রেণী শিক্ষক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, ছাত্র, অভিভাবকগণকে দিয়ে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য প্রণয়ন করা।

ঘ) একটি কর্মকুশলী দলের সহায়তায় আলাদাভাবে আর একগুচ্ছ উদ্দেশ্য প্রনয়ণ করা।

ঙ) অতঃপর উপরের খ, গ ও ঘ এর মাধ্যমে প্রণীত উদ্দেশ্যগুলোকে একত্রে পর্যালোচনা করে একগুচ্ছ উদ্দেশ্যের খসড়া প্রণয়ন করা।

চ) খসড়া উদ্দেশ্যগুলোকে নির্ণায়কের আলোকে যাচাই করা।

ছ) যাচাইকৃত উদ্দেশ্যগুলোকে শিক্ষা দর্শন, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ইত্যাদির আলোকে পরিশীলিত করা।

জ) এই পরিশীলিত উদ্দেশ্যসমূহ কর্মশিবির আয়োজন করে প্রণীত মূল্যায়ন ছকের আলোকে যাচাই করা।

ঝ) যাচাইয়ের ভিত্তিতে উদ্দেশ্যের তালিকা চূড়ান্ত করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের তালিকা প্রণয়নে কর্মকুশলীর কাজ কোন্‌টি?

ক) শনাক্তকৃত উদ্দেশ্যগুলোকে সারণীবদ্ধ করা
খ) একটি সম্ভাব্য তালিকা প্রণয়ন করা
গ) সম্ভাব্য তালিকা পরিলীক্ষিত করা
ঘ) উপরের সবকয়টি

২। প্রয়োজনীয়তা নিরূপণভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ পদ্ধতিতে কয়টি দল উদ্দেশ্যের তালিকা প্রণয়ন করেন?

ক) ১টি দল
খ) ২টি দল
গ) ৩টি দল
ঘ) ৪টি দল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ২

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস কি কি?

২। শিক্ষার লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য কি কি?

৩। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

৪। উদ্দিষ্ট, অভীষ্ট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - এই শব্দাবলি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? প্রত্যেকটির জন্য একটি করে উদাহরণ দিন।

৫। ব্লুম প্রদত্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করুন।

৬। জ্ঞান সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা লিখুন ও উদাহরণ দিন।

৭। অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাগ করুন।

৮। মনোপেশীজ উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিন।

৯। উদাহরণসহ আচরণিক উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

১০। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণে বিবেচ্য দিকসমূহ উল্লেখ করুন।

১১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে শিক্ষাক্রমে কি কি নতুন দিক সংযোজনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে?

১২। রাফ টাইলার শিক্ষাক্রমের উৎস ও উদ্দেশ্য নিরূপণে কি কি নির্দেশনা প্রদান করেছেন?

১৩। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণের সাধারণ নিয়মকগুলো উল্লেখপূর্বক আলোচনা করুন।

১৪। শিক্ষার ছয়টি উপাদানের নাম লিখুন।

১৫। ইউনেস্কো উদ্ভাবিত বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম নবায়নকালে কি কি নির্ণায়ক ব্যবহৃত হয়?

১৬। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণে কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়? এই পদ্ধতিসমূহের বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করুন।

১৭। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের তালিকা প্রণয়নে কি কি ধাপ অনুসরণ করা হয়?

উত্তরমালা - ইউনিট ২

পাঠ ২.১

১। ক ২। খ ৩। ক

পাঠ ২.২

১। গ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠ ২.৩

১। ক ২। ক ৩। খ

পাঠ ২.৪

১। ক ২। খ ৩। খ

পাঠ ২.৫

১। গ ২। গ